যুগান্তর

তারিখ ... 11 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

শরীফুজ্জামান আগা খান

নতুনভাবে শিক্ষাব্যবস্থার স্তরায়নে যা করতে হবে

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে নতুনভাবে শিক্ষাব্যবস্থার স্তরায়ন করা হয়েছে। ১ম-৮ম শ্রেণী প্রাথমিক স্তর, ৯ম-১২শ' মাধ্যমিক স্তর এবং এরপর উচ্চ স্তর। কোনো একটি স্তরের পাঠদান একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেয়াই শ্রেয়, সেই বিবেচনায় ৭৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী খোলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের এ প্রক্রিয়ার নানাবিধ সমস্যা এখন স্পষ্ট। অনেক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। শিক্ষক স্বল্পতা প্রকট। দু'একজন শিক্ষককে ডেপুটেশনে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনা হয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে না। ফলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা নিকটবর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে কিংবা যেতে চাইছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উঁচু ধাপের ক্লাস সংযুক্তির আরেকটি বিরূপ প্রভাবের দিক রয়েছে। ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে নিম্নমাধ্যমিক হিসেবে পরিচিত। এই নিম্নমাধ্যমিক স্তর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অংশ। স্বল্পসংখ্যক নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কোনো একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাধারণত দুই ধাপে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রথমত, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়। পরবর্তী সময়ে ৯ম-১০ম শ্রেণী খোলার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার ভিতর দিয়ে বিদ্যালয় পূর্ণতা পায়। কোনো একটি মাধ্যমিক কী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে সন্নিহিত এলাকার জনসংখ্যা এবং চতুর্দিকের সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওই সন্নিহিত এলাকা থেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসে। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী খোলা হলে পার্শ্ববর্তী মাধ্যমিক কী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী পাবে না। যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে, তার নিকটবর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংকটে পড়েছে। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সুনির্দিষ্ট স্ট্যাপিং প্যাটার্ন রয়েছে। শিক্ষার্থী না পেলে এই স্তরে শিক্ষক-কর্মচারী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে। তারা এমনিতেই বেতন পাবেন। ফলে বিপুল পরিমাণে সরকারের অর্থের অপচয় ঘটবে।

গত ১৮ মে প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, আজ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস, পরীক্ষা, সিলেবাসসহ সব বিষয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেখবে। পরবর্তী সময়ে মোস্তাফিজুর রহমান পঞ্চম শ্রেণীর পরিবর্তে ৮ম শ্রেণীতে পিএসসি পরীক্ষার ঘোষণা দেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে মন্ত্রীর ঘোষণার বিপরীতে পঞ্চম শ্রেণীতে পিএসসি পরীক্ষা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বছর জেএসসি পরীক্ষা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর দু'সপ্তাহ আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তুতির অভাবের কথা জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অপারগতা প্রকাশ করে। সম্প্রতি শেষ হওয়া পিএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে সাংবাদিকদের আগামী বছরও পঞ্চম শ্রেণীতে পিএসসি পরীক্ষা থাকবে কিনা এ প্রশ্নে মন্ত্রী স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। নতুনভাবে শিক্ষার স্তরায়নে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দোদুল্যমানতা স্পষ্ট। কৌতুকের বিষয় হল, প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ৮ম শ্রেণীতে পিএসসি'র বদলে এখন জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এমপিওভুক্ত ৫৫৩টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং নন-এমপিও ১ হাজার ৮২৮টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সেই বিবেচনায় নন-এমপিও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন কার্যকর হওয়া দরকার। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ৪ শতাধিক নন-এমপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোনো স্তরেই এমপিওভুক্ত নয়। অধিকতর সক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় পরবর্তীকালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। হিসাব নিলে দেখা যাবে, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৩-৪ গুণ অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। কাজেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার দাবি রাখে।

> শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ একটি বহুল আলোচিত দাবি। এই দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটানো যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলে শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি বদলির চাকরিতে পরিণত হবে। জাতীয়করণের সূচনায় অতিরিক্ত কি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সব শিক্ষক-কর্মচারী অন্যত্র বদলি করে দিলে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটবে। এরকম রূপান্তরের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত প্রতিষ্ঠিত হবে।

বছরের পর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়া মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় সংকট হিসেবে বিরাজ করছে। নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা দীর্ঘ ১০-১৫ বছর যাবৎ বিনা বেতনে দুঃসহ জীবনযাপন করছেন। ফলে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। শিক্ষার নতুন স্তরায়নের ভেতর এমপিওভুক্তি সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হতে পারে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আংশিক উদ্যোগ না নিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর একযোগে পুনর্গঠন করতে হবে। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩টি শ্রেণীতে এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ২টি শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়। শিক্ষার নতুন স্তরায়নের প্রথম ধাপে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা সঙ্গত। কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চায় সে প্রস্তাবনা আহ্বান করা যেতে পারে। পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন পাবেন; এ রকম প্রণোদনা দিলে অনেক নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে সাড়া দিবে।

বর্তমানে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন আগের মতো সহজ নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এক ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা এখন আর ম্যানেজিং কমিটির হাতে নেই। নিবন্ধিত শিক্ষকরা অন লাইনে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পাচ্ছেন। এই বিষয়টিও নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এমপিও ও নন-এমপিও নির্বিশেষে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। নিয়ম না মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম শিক্ষার্থী, পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়া; শিক্ষামন্ত্রীর এমনতরো অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গত এইচএসসি ভর্তি পরীক্ষার পর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা এত অধিক কলেজ বানিয়ে ফেলেছি যে, কলেজের সাত লাখ আসন ফাঁকা রয়েছে। ৪৮টি কলেজে ভর্তির জন্য কেউ আবেদন করেনি। সম্প্রতি ২৫টি কলেজ থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাস না করায় এমপিও স্থগিত করার সুপারিশ করা হয়। উল্লেখ করা দরকার, অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের দায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এড়াতে পারে না। শিক্ষাবোর্ড অথবা ডিডিপিআই থেকে প্রাপ্যতা না থাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন দেয়া না হলে মন্ত্রণালয় থেকে শর্ত শিথিল করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। যারা আইন প্রণয়ন করেছে তারাই আবার আইনের বরখেলাপ করেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ একটি বহুল আলোচিত দাবি। এই দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটানো যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলে শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি বদলির চাকরিতে পরিণত হবে। জাতীয়করণের সূচনায় অতিরিক্ত কি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সব শিক্ষক-কর্মচারী অন্যত্র বদলি করে দিলে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটবে। এরকম রূপান্তরের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত প্রতিষ্ঠিত হবে।

শরীফুজ্জামান আগা খান : *একটি নন-এমপিও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক*